দৈনিক ইনকিলাব

175

তারিখ 16 JUN 1987

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া মানুষ ভালোমন্দ বিচার কতে পারে না। প্রত্যেক শিশুকেই ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করা প্রয়োজন। এতে সে বড় হয়ে সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হতে পারবে। নিরক্ষরতা কিশোর অপরাধের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কোন শিশুই অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। অশিক্ষার কারণে ও অসৎ সঙ্গের দোষে কিশোররা অপরাধমূলক কাজ করে। শিক্ষিত অভিভাবকদের সন্তানেরা ক্রাইম করে না। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে তরুণ ছিনতাইকারীরা অনেকেই শিক্ষিত পিতা-মাতার সন্তান। তাদের অভিভাবকরাই এ জন্য দায়ী। ছেলে কি করে, না করে তাদের দিকে তাঁরা খেয়াল করেন না। এসব শিক্ষিত ছেলেরা আবার অনেকেই বেকার। লেখাপড়া শিখে যদি অপরাধজনিত কাজ করে তখন শিক্ষার মর্যাদা থাকে কোথায়? ছাত্রাবস্থায় কোন অশ্লীল বই পড়া উচিত নয়। ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যায়াম ও খেলাধূলা করা প্রয়োজন। মহৎ লোকের জীবন বৃত্তান্ত পড়ে তার আদর্শ অনুসরণ করা দরকার। ছাত্র জীবনে ধর্মের প্রতি যারা অনুরাগী হয় তারা বিপথগামী হতে পারে না। এ জন্য অন্যান্য শিক্ষার সাথে ধর্ম পুস্তক পড়া ও তার নিয়ম-কানুন মেনে চললে কোন ছাত্র অন্যায় কাজ করতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্রবান হওয়া, কল্যাণমূলক কাজ করা ও পাপ কাজকে ঘৃণা করা। যারা এসব অনুসরণ করে তারা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে ও সমাজে সম্মানিত হয়ে থাকে।

—এম, এ, শহীদ

সার্টিফিকেট সত্যায়নের সমস্যা

বর্তমানে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে যে আবেদন পত্রের সাথে নিম্ন পর্যায়ের পরীক্ষার মার্কসীট সার্টিফিকেট প্রভৃতিও জমা দিতে হয়। ভর্তি সমস্যা প্রকট হবার কারণে একজন ছাত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করে। ফলে সর্বত্র মূল কপি জমা দেয়া সম্ভব হয় না।

তাই তাকে জমা দিতে হয় মূল কপির ফটো কপি। কিন্তু একজন ছাত্র ইচ্ছা করলে মূল কপি থেকে ফটো কপি করার সময় নম্বর বা অন্যান্য বিষয় পরিবর্তন করতে পারে। যাতে কোন ছাত্র এ জালিয়াতি করতে না পারে সেজন্য ফটো কপিগুলো কোন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত করে আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হয়। এখন নিজের ছবিটিকে পর্যন্ত সত্যায়িত করে জমা দিয়ে হয়।

কিন্তু একান্ত পরিচিত বা আত্মীয় না হলে সরকারী অফিসারগণ সত্যায়িত স্বাক্ষর দিতে চান না। অথচ তারা শুধু মূল কপির সাথে মিলিয়ে ফটো কপিকে সত্য বলে স্বাক্ষর দিবেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে পিয়নকে কিছু বখশিস দিলে অফিসারগণ আমাদের তখন পরিচিত হয়ে যান। সুরতাং ছাত্রদের সাথেই যাদের বেশী ঘনিষ্ঠতা সেই শিক্ষকদের উপরই নির্ভর করতে হয় সবাইকে। একটা এলাকায় যত সরকারী কলেজের শিক্ষক তার অন্তত ৩০/৪০ গুণ বেশী ছাত্র থাকে। আবার একটা ছেলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করে। সুতরাং তাকে কয়েকবার দ্বারস্থ হতে হয় শিক্ষকদের কাছে। একজন শিক্ষককে কমপক্ষে ৮/১০টি দস্তখত দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকদের এতে বিরক্তি এসে যায়। ফলে তারাও পরিচিত ছাত্র না হলে স্বাক্ষর দিতে চান না। এখন এই বঞ্চিত ছাত্ররা কিভাবে ফটো কপি সত্যায়িত করবে? অথচ সত্যায়িত না হলে আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ার আশংকা শতকরা ৯০ ভাগ। তাই একজন ছাত্রকে তখন বিকল্প খুঁজতে হয় এবং এই বিকল্প হিসেবে তাকে অসৎ পথে যেতে বাধ্য হতে হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে সরকারের সুস্পষ্ট নীতিমালা ও নির্দেশ থাকা আবশ্যক। অন্যথায় এই অসৎ পথ যুব সমাজকে আরো অনেক দূরে টেনে নিয়ে যাবে।

—তালহা ইবনে নজরুল